উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৬
সংখ্যা ৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭

ঘাসফুল বার্তা

গ্রামীণ জনগনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের স্বপ্ন যাত্রা

২০১১ সালে পূর্তি হবে আমাদের মহান স্বাধীনতার ৪০ বৎসর। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ৪০ বৎসর বয়সী আমাদের এই প্রাণ প্রিয় মাতৃভূমিকে উন্নয়নের ধারায় বদলে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে মিশন ২০১১ এর যাত্রা শুরু। মিশন ২০১১ এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই তথ্য ও জ্ঞান- ব্যবস্থা বিনির্মাণ। এই কর্মসূচীর অধীনে সারাদেশে ৪০ হাজার টেলিসেন্টার চালু করা হবে। এরই অংশ হিসাবে ঘাসফুলের কর্মএলাকা চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার সরকার হাটে ঘাসফুল মানুষের জন্য "অবলম্বন- ইমপাওয়ারিং পিপল থ্রু ইমপ্রুভড একসেস টু ইনফরমেশন অন গর্ভানেন্স এন্ড হিউমান রাইটস" নামে ডি.নেটের সহায়তায় ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে হাটহাজারী মির্জাপুর হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদের লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ঐতিহ্যবাহী কবিগান পরিবেশন করেন কবিয়াল ইউসুফ। ঘাসফুল পরিচালনা পর্ষদ সদস্য জনাব ডঃ মুহঃ মনজুর-

পল্লী তথ্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছেন হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হেলাল মাহমুদ শরিফ।

উল- আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন হাটহাজারী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব হেলাল মাহমুদ শরিফ, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল পরিচালনা পর্ষদ সদস্য জনাব ডাঃ মইনুল ইসলাম মাহমুদ, বিডি জবস ডট কমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ডি নেট নির্বাহী কমিটির সভাপতি জনাব এ. কে. এম ফাহিম মাসরুর, মির্জাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব এম এ মালেক নূরী, ধলই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হারুন-উর- রশীদ চৌধুরী, গুনামর্ধন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হাশেম, মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি জনাব আকবর হায়দার চৌধুরী ও মির্জাপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু জ্যোতিন্দ্র লাল। ডি.নেটের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ডি.নেটের প্রোগ্রাম এসোসিয়েট জনাব ফেরদৌস আহম্মেদ জিলানী। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে পাঠ করেন ঘাসফুলের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ জামাল উদ্দীন। জনাব ফেরদৌস আহম্মেদ জিলানী তাঁর বক্তব্যে প্রকল্পের কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরতে গিয়ে বলেন-এক জন কৃষক পল্লী তথ্য কেন্দ্র থেকে মাটি পরীক্ষা করে এক দিকে যেমন মাটিতে কি ফসল ফলাবেন তা নির্বাচন করতে পারবে তেমনি

৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বাঙালীর বিজয়ের দিন ১৬ ডিসেম্বর উদযাপন কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লেতে ঘাসফুলের কৃতিত্ব

১৬ ডিসেম্বর। আজ থেকে ৩৬ বৎসর আগের এই দিনে ৫৫ হাজার বর্গমাইলের আমাদের এই সবুজ দেশে উদয় হয়েছিল হাজার বছরের আরাধনার সূর্য। বিশ্বের মানচিত্রে উদিত হয়েছিল নতুন একটি দেশ । জন্ম হয়েছিল নতুন একটি লাল-সবুজ পতাকার। সেদিনের প্রথম প্রহরের আলো নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিল আমাদের, যে দিনের স্বপ্ন দেখে অকাতরে প্রাণ দিয়েছিল এই দেশের ৩০ লাখ মানুষ। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ৩ লাখ মা

পুরস্কার হাতে উল্লসিত ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরা

বোনের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই বিজয়ের দিনটিকে কৃতজ্ঞ জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতার ৩৬ তম বার্ষিকীতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিকও মানবাধিকার সংগঠন সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে এই দিবসটি পালন করেছে। ২০০৭ মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

১৬তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড সম্পন্ন

১৯৭৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিশুদের জীবন রক্ষার জন্য সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচী (ইপিআই) শুরু করে। পোলিও টিকার পাশাপাশি কৃমিজনিত অপুষ্টি রোধে "কৃমিনাশক ট্যাবলেট" এবং ভিটামিন "এ" এর অভাবজনিত অন্ধত্ব রোধে ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে জাতীয় টিকা দিবস পালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৭ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে ১৬ তম জাতীয় টিকা দিবসের প্রথম এবং ৮ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে ২য় রাউন্ড সম্পন্ন হয়। অন্যান্যবারের ন্যায় এবারো গণপ্রজাতন্ত্রী

জাতীয় টিকা দিবসে একটি শিশুকে পোলিও খাওয়াচ্ছে ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার।

বাংলাদেশ সরকার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের সহায়তায় ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪ টি ওয়ার্ডের ৬ টি কেন্দ্রে কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যে দিয়ে ১৬ তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম ও ২য় রাউন্ড পালিত হয়। দুই পর্বে মোট ৬৫৩৭ জন শিশুকে দু-ফোটা করে পোলিও, ১-৫ বৎসরের ২১৯০ জন শিশুকে ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল এবং ২-৫ বৎসরের ২৪৭৪ জন শিশুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, ধাত্রীগণ ও কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

বীমা দাবী পরিশোধ

বেশ কিছু নিয়ম কানুন ও পলিসির সমন্বয়ে আজ এক দশক ধরে ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে আসছে। এর মধ্যে বীমা পলিসি হচ্ছে এমন একটি পলিসি যে পলিসির মাধ্যমে ঘাসফুল সমিতির কোন সদস্য ঋণ থাকা অবস্থায় মারা গেলে উক্ত মৃত সদস্যের অপরিশোধিত ঋণ সংস্থার তহবিল থেকে বীমা দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয় এবং মৃত সদস্যের সঞ্চয়ের টাকা কোন প্রকার প্রত্যাহার ফি ছাড়া তাঁর মনোনীত নমিনী বরাবর ফেরত দেওয়া হয়। গত ১৭ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে ঘাসফুল দেওয়ান বাজার শাখার সদস্য পাকিজা খাতুন মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার অপরিশোধিত ঋণের পরিমান ছিল ৫ হাজার ৭ শত ৭৫ টাকা এবং তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৯ শত ষাট টাকা। মৃত্যুর পর পাকিজা খাতুনের অপরিশোধিত ঋণের টাকা সংস্থার তহবিল হতে বীমা দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয় এবং ২৮ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে পাকিজা খাতুনের মনোনীত নমিনী রেজু আক্তারের বরাবর সঞ্চয়ের টাকা সমূহ প্রদান করা হয়। একই সাথে গত ৫ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে ঘাসফুল কুমিল্লা সদর শাখার ৬০ নং সমিতির মৃত সদস্য খোদেজা বেগমের নমিনী তাঁর মেয়ে ফাতেমা আক্তারের বরাবর সঞ্চয়ের ৯ শত টাকা ফেরত দেওয়া হয়। মৃত্যু কালে খোদেজা বেগমের অপরিশোধিত ঋণের সমুদয় (৭ হাজার) টাকা ঘাসফুল সংস্থা হতে বীমা দাবী হিসাবে পরিশোধ করা হয়।

মৃত সদস্য খোদেজা বেগমের নমিনী তাঁর মেয়ে ফাতেমা আক্তার বরাবর বীমা দাবী পরিশোধ করছেন ঘাসফুল কুমিল্লা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক।

এক নজরে ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

কর্ম এলাকার নারীদের তথা পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল ২৫ টি শাখার মাধ্যমে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে সংস্থার ২০০৭ সনের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম এর তথ্য সমূহ দেখানো হলো:

বিষয়	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৮,৪৯৪	১৪,২৮০	৭,১৮,০১,৫৬৭	৮৯,৫৬,৩৭,০০০	৮০,০২,৪৭,৫৩৯	৯,৫৩,৮৯,৪৬১
গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ	৮,২২৬	৬,৬৩৭	১,০৫,০৮,৯৬০	১০,৯৯,৬০,০০০	৭,৬৯,৯৮,২৬২	৩,২৯,৬১,৭৩৮
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১,৭৬৮	১,৬৪৭	২,৭৩,৩৮,৭৫৬	৯,৭৫,৯০,০০০	৫,৭৫,৪৩,৮৬৫	৪,০০,৪৬,১৩৫
দৈনিক ঋণ	২,৭৯৫	১,২৬৯	৯০,২০,৫৭৪	৭,১৯,৯৯,৪০০	৫,৯২,৮৩,৫০০	১,২৭,১৫,৯০০
হত দরিদ্র ঋণ	১৫	১৫	৬,৭৫৯	৩৮,০০০	২৭,২০০	১০,৮০০
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	---	---	---	৪০,০১,০০০	২২,৮১,২০২	১৭,১৯,৭৯৮
অতি দরিদ্র ঋণ	১৭	২	৬৯০	৫,০০০	---	৫,০০০
সর্ব মোট	৩১,৩১৫	২৪,০৯৯	১১,৮৬,৭৭,৩০৬	১১৭,৯২,৩০,৪০০	৯৯,৬৩,৮১,৫৬৮	১৮,২৮,৪৮,৮৩২

> নগর ক্ষুদ্র ঋণ ও গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত ১৩১৬ জন সদস্যকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ তহবিলের আওতায় ৪০ লক্ষ ১ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত শেষ পৃষ্ঠার পর

সমাপনী দিনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জি.এম. আবদুস সালাম।

সপ্তাহব্যাপী পালিত চিত্রাংকন ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি জি. এম আব্দুস সালাম ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। পুরস্কার বিতরণী শেষে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুল ও এডোলোসেন্ট সেন্টারের শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, আবু জাফর সরদার, আনজুমান বানু লিমা, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল সহ ঘাসফুল পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

ঘাসফুলের শিক্ষা কার্যক্রম

কর্ম এলাকার দরিদ্র শিশুদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণের লক্ষ্যে ঘাসফুল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় ও নিজস্ব অর্থায়নে এনএফপিই (Non Formal Primary Education) স্কুল এবং ব্র্যাকের সহায়তায় ইএসপি (Education Support Program) স্কুল পরিচালনা করছে। এ ছাড়াও সংস্থা কর্মএলাকায় এডুকেয়ার কেজি স্কুল এবং কিশোর-কিশোরীদের জীবন যাত্রায় সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এডোলোসেন্ট সেন্টারের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

এনএফপিই কার্যক্রম : ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ৭ টি ওয়ার্ডের ১১ টি সেন্টারে ২২ টি এনএফপিই স্কুল পরিচালনা করা হয়। ২২ টি স্কুলের আওতায় মোট ৬৬০ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। এর মধ্যে ২য় শ্রেনীতে ৩০ জন, ৪র্থ শ্রেনীতে ৩৬০ জন এবং ৫ম শ্রেণীতে ২৭০ জন। এর মধ্যে ৬৬০ জনই ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে।

ইএসপি কার্যক্রম : ঘাসফুলের কর্মএলাকা চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার কোলগাঁও ইউনিয়নের আওতাভুক্ত বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র শিশুদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ব্র্যাকের সহযোগিতায় ঘাসফুল ১৫ টি ইএসপি স্কুল পরিচালনা করছে। ২০০৭ সালে ১৫ টি ইএসপি স্কুলে মোট ৪৫০ জন শিক্ষার্থী পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। তার মধ্যে শতভাগ ছাত্রই ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং সকলেই সফল ভাবে উত্তীর্ণ হয়।

এডুকেয়ার কেজি স্কুল : ২০০৭ সালে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলে প্লে গ্রুপে ৯ জন, নার্সারী শ্রেণীতে ২৯ জন, কেজি শ্রেণীতে ২৬ জন, প্রথম শ্রেণীতে ১৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৫ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৩ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ৪ জন ও পঞ্চম শ্রেণীতে ৪ জন সহ মোট ১১৯ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে। গত ২০ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে ফলাফল প্রকাশিত হয়। এই ছাড়াও ২০০৭ সালে বিভিন্ন পর্যায়ের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে স্কুলের ৫ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি লাভ করে।

এডোলোসেন্ট সেন্টার : ঘাসফুল ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন আবিদার পাড়া, গোসাইল ডাঙ্গা, বেপারী পাড়া, পোস্তার পাড় ও কদমতলী সহ ৫ টি এলাকায় একটি করে ৫ টি এডোলোসেন্ট সেন্টার পরিচালনা করে। ৫ টি এডোলোসেন্ট সেন্টারের প্রতিটিতে ২৫ জন করে মোট ১২৫ জন কিশোর কিশোরীকে নিয়ে ইস্যুভিত্তিক ওরিয়েন্টেশান, সি.আর.সি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ফোরাম মিটিং, সেলাই প্রশিক্ষণ ও ব্লক প্রশিক্ষণের মত কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষা আমার অধিকার, এই অধিকার সবার চাই

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৬, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭

সম্পাদকীয়

১৫ নভেম্বরের ভয়াবহতা ও আমাদের করণীয়

১৫ নভেম্বরের সেই ভয়াল রাতে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সিডর আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপদের বুকে রেখে গেল বিধ্বংসী এক ভয়াবহতার স্বাক্ষর। প্রকৃতি সেদিন উন্মত্ত হয়েছিল উপকূলীয় এলাকার মানব কলতির শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিতে। ১৬ নভেম্বর থেকে মৃত্যুই ছিল সেখানে জীবনের গল্প। এতদ সত্বেও আবহাওয়ার আগাম সতর্কবার্তা ও সুন্দর বনের কল্যানে বহু মানুষ সেদিন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। সরকারী, বেসরকারী, আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থাসহ দেশের সর্বস্তরের জনগন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া সব হারানো মানুষগুলোর জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল উপদ্রুত এলাকার জনগণের সাহায্যার্থে সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে ১ লক্ষ টাকা ও সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত বাৎসরিক বনভোজনের ১ লক্ষ টাকাসহ মোট ২ লক্ষ টাকা পিকেএসএফের ঋণ তহবিলে প্রদান করে। সাথে সাথে ঘাসফুলের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী ২৩ টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে পোশাক সংগ্রহের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সরকারী, বেসরকারী ও দাতা সংস্থা সমূহের ব্যাপক পূর্ণবাসনমূলক কার্যক্রমের ফলে উপদ্রুত এলাকার জনগণ স্বাবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু, প্রশ্ন থেকে যায় বার বার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই কি উপকূলীয় এলাকার জনগনের নিয়তি? তিল তিল করে যে সংসার তারা গড়ে তুলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক ছোবলেই তাদের সব কিছু শেষ হয়ে যায়। ২০০৭ সালে দুই দফা বন্যা ও সর্বশেষ সিডরের আঘাতে একই মানুষগুলোকে ঘুরে ফিরে মরতে হলো। প্রকৃতি যেন এই মানুষগুলোর শত্রু। কিন্তু, শুধুমাত্র প্রকৃতির উপর দোষ চাপিয়ে আর বেশী দিন চলা যাবেনা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা- মানুষের পরিবেশ বিরোধী কর্মকান্ডের ফলেই পরিবেশ বার বার মানুষের সাথে এমন বিরূপ আচরণ করছে। এবার সিডরের যে ব্যাপকতা ছিল শুধু মাত্র সুন্দর বন যদি বুক চিতিয়ে মানুষের পাশে না দাঁড়াত। তাহলে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপদ যে বিরাণভূমিতে পরিণত হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই উপকূলীয় এলাকার জনমানুষকে রক্ষার জন্য আমাদের সর্বাগ্রে পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। যে সুন্দর বন নিজের জীবন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেল সেই সুন্দর বনকে রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে।

আসুন সবাই মিলে এইডস সর্ম্পকে সচেতন হই

একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে পৃথিবী শিক্ষা-দীক্ষা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে চরম উৎকর্ষের পথে ধাবিত হলেও এইডস নামক আতঙ্ক মানুষের চলার গতিকে অনেকটাই স্তিমিত করে দিয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় সরকারী হিসাবে আমাদের এই বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার ৫ শত। এবং বেসরকারী হিসাবে ১১ হাজার ৫ শত বলে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রায় ৫২ লক্ষ এবং মায়ানমারে প্রায় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার লোক এইডসে আক্রান্ত। অথচ ৯০ এর দশকেও আমাদের এই অঞ্চলে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বর্তমানের তুলনায় খুবই নগন্য ছিল। দিন দিন এই রোগে আক্রান্তের হার বেড়েই চলছে। তাই এখনই সময় এই রোগ সর্ম্পকে সচেতন হওয়ার। আসুন আমরা সবাই মিলে এই বিষয়ে সচেতন হই এবং সচেতনতাই এইডস প্রতিরোধের অন্যতম উপায়। কিন্তু সচেনতা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের একটি জিনিস ভুলে গেলে চলবেনা, সুদীর্ঘকাল থেকে আমাদের দেশের জনগন কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নিয়ম-কানুন মেনে আসছে। তাই এমন কোন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত হবেনা যা আমাদের মূল্যবোধের পরিপন্থী। সচেতনতা কার্যক্রমের এমন কোন ধরণ প্রচার করা উচিত হবেনা যাতে অভিভাবকেরা সন্তানের সামনে বিব্রত হয়। তাই আমাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ সচেতনতামূলক কার্যক্রমই পরিচালনা করতে হবে।

এইডস হতে সাবধান, নইলে নিবে আপনার প্রাণ .....

নির্বাচিত কলাম

শিশু- কিশোর অপরাধ ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

• লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল •

শিল্পায়ন ও নগরায়ন দেশকে উন্নয়নের দিকে টানছে। নগরায়ণ দেশের শহরগুলোতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি করছে। গড়ে উঠছে নতুন নতুন বস্তি। সমাজ বিজ্ঞানের সুত্র ধরেই বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। আর এই অপরাধের বেশীর ভাগই কিশোর অপরাধ। শিশু কিশোরদের যে সব আচরণ ও কার্যাবলী সামাজিক সংহতির জন্য ক্ষতিকারক তাই কিশোর অপরাধ। সমাজ বিজ্ঞানী টাপ্পানের মতে "কিশোর অপরাধ হলো কিশোরদের এমন এক আচরণ যার জন্য তাদের আদালতে শরণাপন্ন হতে হয়। মুলম্যান বলেন"বেড়ে উঠা নবীন বংশধরদের একাংশের উপর পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রনহীন অবস্থাকে কিশোর অপরাধ বলে"। শিশু ও কিশোর অপরাধ সংগঠিত হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে বস্তি জীবনের নোংরা পরিবেশ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক অস্থিরতা, পারিবারিক অশান্তি ও অর্থনৈতিক অবস্থাই প্রধাণত দায়ী। শহরাঞ্চলে জীবিকার তাগিদে মানুষ বস্তিবাসী হচ্ছে। সামাজিক ভাবে বস্তি জীবন একটু অস্বাভাবিক। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কারণে এখানে পারিবারিক কলহ বিরোধ লেগেই থাকে। একটি শিশু তার জীবনের সুচনা লগ্নেই দেখতে পায় এক বিভিষীকাময় পরিবেশ। মমতাহীন জীবন শিশু কিশোরদের অপরাধ প্রবণতার দিকে টেনে নেয়। প্রাচুর্যের পাহাড় মূল্যবোধকে যে ভাবে ধ্বংস করে, চরম অভাবও সেই মূল্যবোধকে করে অকার্যকর। সমাজ ও পরিবারের অভাবের কারণে সংগঠিত অপরাধগুলো কোমলমতি শিশুদের অনুপ্রাণিত করে অর্থ আয়ের উপায় হিসাবে। ফলে তারা জড়িয়ে পড়ে অপরাধে। তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ শিশুদের টোকাই উপাধিতে ভূষিত করে। মিছিলের অগ্রভাগে এই অবুঝ শিশু কিশোরেরা দৌড়ায় সামান্য খাবারের লোভে। পতিতা পল্লীর মেয়ে কখনো ফিরে আসেনা স্বাভাবিক জীবনে। চোরের ছেলেকে সমাজ চোর বলে, তাই সেও চোর হতে বাধ্য হয়। অপরাধী কিশোর বড় হয়ে হয় দাগী বা দূনীতিগ্রস্থ। তা ছাড়াও শিশুরা কোমল মতি ও অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে বিধায় অনেকে তাদের অপরাধী হিসাবে ব্যবহার করে। অপরাধ কর্মের পরবর্তী খারাপ প্রভাব বিবেচনা করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞানও তাদের থাকেনা। কারণ যাই হোক কিশোর অপরাধ একটি সমাজ ও জাতির জন্য ভয়ানক বিপদ ডেকে আনতে পারে। এই কিশোর অপরাধ দমনে রাষ্টে আইন আছে, আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দেশে কর্মরত এনজিওগুলোর ভূমিকা কম নয়। তবে এনজিওদের সরাসরি কোন ভূমিকা নেই, থাকার কথাওনা। কারণ এনজিওরা অপরাধ দমনকারীন কোন প্রতিষ্ঠান নয়। তবুও এনজিওগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সার্ভিস প্রদানের পাশাপাশি অধিকার এপ্রোচ নিয়ে যে কাজ সমূহ করছে তাতে অপরাধের মাত্র অবশ্যই কমছে। এনজিওরা দরিদ্র বস্তিবাসীদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তাদের অধিকার সচেতন করছে, অপরাধ চিহ্নিত করতে শিক্ষা দিচ্ছে এবং একই সাথে ঘটে যাওয়া অপরাধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও আইনী সহায়তা দিচ্ছে। বিকলাঙ্গ, পঙ্গু ও মানসিক ভাবে ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন কিশোরেরা স্বাভাবিক কাজ কর্ম করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়। এই সকল শিশু-কিশোরেরা এনজিওদের বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় আসাতে অপরাধের দিকে ধাবিত না হয়েও বাঁচতে পারছে। দেশের অধিকাংশ এনজিও এর শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। তাছাড়া কারিগরী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব অপরাধের মাত্রা কমাচ্ছে। চিলড্রেন ক্লাব, এডোলোসেন্ট কর্নার, শিশু কিশোরদের নির্মল আনন্দের ব্যবস্থা ও কিশোর অপরাধ সংশোধন জাতীয় মোটিভেশন অপরাধ হ্রাস করছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের মত সংস্থাগুলোর ব্যাপক কর্মসূচী শিশুদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি কিশোর অপরাধ দমনেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম সদস্য সংস্থাদের মাধ্যমে শিশু কিশোরদের জীবনমান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সংস্থাগুলোর গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রেখে নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। একই সাথে শিক্ষা ও মোটিভেশন কার্যক্রম শিশুদেরকে অপরাধ হতে বিমুখ রাখছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল জন্মালগ্ন থেকেই শিশু ও কিশোর কিশোরীদের নিয়ে বাস্তবায়ন করছে নানামুখী কর্মসূচী। সংস্থার কর্মএলাকায় পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা ও আইনী সহায়তাসহ শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ শ্রম,নির্যাতন রোধ প্রভৃতি বিষয়ে সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশু কিশোরদের অপরাধে না জড়িয়ে উজ্জল ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করতে শুধু উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান নয়। সর্বোপরি দেশের সকল ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিটি পরিবার সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্নে শুধু বিভোর থাকলেই চলবেনা, নিতে হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। শিশু কিশোরেরা নিজেরা কখনো বিপদগামী দূর্বিসহ জীবন প্রত্যাশা করেনা। তাই পরিবারকে তাদের জীবনের গতি ধারার প্রতি নজর দিতে হবে। প্রতিটি পরিবার যদি তাদের সন্তানদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে তাহলে কিশোর অপরাধের মাত্রা অধিক হারে হ্রাস পাবে। কারাগারে বন্দী কিশোরেরা যাতে অধিক হারে অপরাধের দিকে না ঝুকে সংশোধিত হয়ে ফিরে আসতে পারে তার জন্য কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে কিছু কিছু সংস্থা এই সম্পর্কিত কাজেও হাত দিয়েছে। শিশু ও কিশোর অপরাধীদের মামলা তদন্ত ও বিচার কার্য এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ভিন্নভাবে পরিচালনা করতে হবে। শিশুদের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ঘোষীত শিশু অধিকার সনদের ৪০ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধারা উপধারাগুলো মেনে চলা উচিত। দেশে কর্মরত বেসরকারী সংস্থাগুলোর মত অন্য সকল প্রতিষ্ঠান, সমাজ ও ব্যক্তি সজাগ দৃষ্টি রাখলে সমাজে শিশু কিশোর অপরাধ প্রশমিত হবে। অদূর ভবিষ্যতে জাতি পাবে দূনীর্তি ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি দেশ।

এক কৃষক পরিবারের কথা

দক্ষিণ পতেঙ্গা, নাজির পাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা ওসমান মিয়া (৩৫)। এক জন দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক। কৃষিই তার পৈত্রিক পেশা। লেখা পড়া খুব একটা করা হয়নি। চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের পশ্চিম পাশে নাজির পাড়া। মাঝ খানে একটি বিল, নাম সেবার বিল। অপর পাশে চৌধুরী পাড়া। নাজির পাড়া ও চৌধুরী পাড়ার কয়েক হাজার স্থায়ী বাসিন্দা সেই বহু কাল আগ থেকে এই সেবার বিলে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। কৃষিই তাদের এক মাত্র পেশা। ভাবতে অবাক লাগে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় থেকেও কৃষিই তাদের এক মাত্র পেশা। কারণ বাপ-দাদার আমল থেকে শুধুমাত্র কৃষিকেই তারা নিজেদের পেশা হিসেবে জেনে আসছে। ওসমান মিয়ার বয়স যখন ৪-৫ বৎসর, বাপ-দাদা দুজনের হাত ধরে প্রথম সেবার বিলে এসেছিল। সেই যে শুরু আজ ৩০ বৎসর ধরে ওসমান মিয়া সূর্য উঠার একটু আগেই ঘুম থেকে উঠে সেবার বিলে চলে যায়। দুপুর বেলায় ২ ঘন্টা সময় বাদে বিকেলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সেবার বিলেই থাকে। তাই সেবার বিলের সাথেই তার সারা জীবনের আবেগ জড়িত। সেবার বিলের মাটির প্রকৃতি, উর্বরতা, পানির স্তর, কোন মৌসুমে কি ধরণের ফসল ফলবে সবই ওসমান মিয়ার নখদর্পন। কিন্তু দু:খের বিষয় সেবার বিলের মাটি গায়ে মেখে বড় হলেও পিতার আমল থেকেই ওসমান মিয়া এই সেবার বিলের ১ কাঠা জমির মালিকও নয়। বৎসরের শুরুতেই ওসমান মিয়া স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে বিঘা ৪ হাজার টাকা করে ১ বৎসরের জন্য লিজ নেয়। স্থানীয় ভাষায় বলে জমি "খাজানা নেওয়া"। বাৎসরিক লিজের ৪ হাজার টাকা যোগাড় করতে হিমশিম খাওয়া ওসমান

৪০ বৎসর ধরে ঢেঁকি কলে পানি তুলে সেবার বিলে চাষাবাদ করছেন এই কৃষক।

মিয়ার জীবনে নতুন কিছু নয়। সমুদ্রের কাছাকাছি হওয়ায় এমনিতেই এই এলাকার মানুষকে সব সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়। যার কারণে সেবার বিলের জমি গুলো এক ফসলী জমি। আলাদা ভাবে শুধু মাত্র বৎসরের এই সময়টুকুতে (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি) কিছু রবি ফসলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। নিজের কাছে কোন পুঁজি না থাকা সত্বেও এই বৎসর ওসমান মিয়া অনেকটা বাধ্য হয়ে রবি ফসলের চাষাবাদ করেছে। শুধু মাত্র পেশাদার কৃষক হওয়ার কারণে এবং আগামী ১ মাস পরেই অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী মাসে বোরো মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই গত বৎসরে নেওয়া জমির লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। বোরো মৌসুমের জন্য আবার নতুন করে জমি লিজ নিতে হবে। এই লিজের মেয়াদ অব্যাহত থাকবে আগামী রবি শস্যের মৌসুম পর্যন্ত। রবি ফসল বিক্রি করে কিছু টাকা জমানো গেলে, সেই টাকা আগামী মাসে লিজ নেওয়ার জন্য যথেষ্ট না হলেও অন্তত ভরসা হিসেবে থাকবে। গত বোরো ও ইরি মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বলি হয়ে সেবার বিল ওসমান মিয়াকে এক দম খালি হাতে বিদায় করেছে। এক মুঠো ধানও আসেনি উঠোনের মাচায়। বাবা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ২ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে ওসমান মিয়াই বড়। মা-বাবা-ভাই-বোন, স্ত্রী ও ১ সন্তান মিলে ৭ জনের সংসারের খোরাকী জোটাতে গিয়েই গত ১ বৎসরে ওসমান মিয়ার নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই যে ভাবেই হোক রবি শস্যের চাষাবাদ দিয়েই তাকে আবার নতুন করে ঘুরে দাড়াতে হবে। কিন্তু চাষাবাদের জন্য যে পুজির প্রয়োজন, অনেক চেষ্টা করে পুজির টাকা জোগাড় হয়নি কোথাও থেকে। এই অবস্থায় এগিয়ে আসে ওসমান মিয়ার সহধর্মীনি ইয়াসমিন আক্তার। আজ থেকে ৫ বৎসর আগে ইয়াসমিন হালিশহরে অবস্থিত বাবার বাড়ি ছেড়ে শ্বশুর বাড়ীতে আসে। ৮ ভাই বোনের সংসারে বড় হওয়া ইয়াসমিন বাবার বাড়ীতে থাকা অবস্থায়ও সেভাবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দের মুখ দেখেনি। যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার গন্ডিও পার হওয়া হয়নি তার। স্বামীর সংসারে এসে মোটামুটি ভালোই কাটছে ইয়াসমিনের সংসার। এর মধ্যে তার কোল আলো করতে এসেছে একটি ফুটফুটে সন্তান(২)। প্রতিদিন সকালে স্বামীকে বিলে যাওয়ার জন্য বিদায় দেওয়ার পর থেকে সন্তানের দেখা শোনা করা, হাঁস-মুরগী পালন, বাড়ীর আশে পাশে গাছ লাগানো এবং সাঁঝের বেলায় বিলের পানে তাকিয়ে থাকে কখন তার স্বামী ফিরে আসবে। এভাবেই কাটছে তার দিন। এর মধ্যেই নেহায়েত বাড়ীর অন্যান্য মহিলাদের দেখাদেখি ইয়াসমিন পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। এবং প্রতি সপ্তাহে স্বামীর কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা নিয়ে ঘাসফুল সমিতিতে সঞ্চয় করতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় শুধু মাত্র সঞ্চয়ের মনোভাব থেকেই ইয়াসমিন ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয়। কিন্তু স্বামী যখন পুজির অভাবে কোন ভাবেই রবি শস্যের চাষ করার জন্য বীজও কিনতে পারছিলনা, তখন ইয়াসমিন ঘাসফুল থেকে ৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দেয়। এই ৭ হাজার টাকা পুজি নিয়ে ওসমান মিয়া সেবার বিলে ঝাপিয়ে পড়ে। সে এই বৎসর সেবার বিলে প্রায় ৩ বিঘা জমিতে রবি শস্যের চাষাবাদ করেছে। ১ বিঘায় খিরা, ১ বিঘায় টমেটো ও ১ বিঘায় কাঁচা মরিচ। এই রবি শস্য বিক্রি করে যে ভাবেই হোক তাকে অন্তত ২০ হাজার টাকা জমাতে হবে নতুন করে জমি লিজ নেওয়ার জন্য। কিন্তু রবি শস্য বিক্রি করে ২০ হাজার টাকা যোগাড় করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ। ১ বিঘা জমিতে ক্ষীরা চাষ করতে হলে ৫ শত টাকার বীজ, ৩ মন সার বাবদ ৬ হাজার টাকা, পোকা মাকড় দমনের জন্য ঔষধ কিনতে ৫ শত টাকা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হিসাব করলে প্রায় ৫০ জনের অধিক শ্রম শক্তি খরচ হয়। ৫০ জন কৃষি শ্রমিকের মজুরী মূল্য দৈনিক ১ শত টাকা করে হিসাব করলেও ৫ হাজার টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১২ হাজার টাকা। ১ বিঘা জমিতে সর্বোচ্চ ২ হাজার কেজি খিরা উৎপাদিত হলেও ৬ টাকা দরে ১২ হাজার টাকা বিক্রি করা যাবে। যদিও বর্তমান বাজারে খিরার বিক্রি মূল্য অনেক বেশী। সেই মূল্য ওসমান মিয়ার মত প্রান্তিক কৃষকেরা পায়না। দিনের পর দিন হাড় ভাঙা পরিশ্রমের মাধ্যমে সন্তানের মত যত্ন করে যে গাছ গুলো সে বড় করেছে, ফসল উৎপাদনের পরে লাভ চলে যায় কিছু মধ্যসত্বভোগীর পকেটে। কৃষকের পাওনা হয় শুধু দৈনিক কৃষি শ্রমিকের মূল্যটুকু। ওসমান মিয়ার মত কৃষকদের এই বঞ্চনার ইতিহাস আজ অনেক দিনের। তারপরেও তারা এই কৃষিকেই যুগ যুগ ধরে পেশা হিসাবে জেনে আসছে। সেবার বিলের আরো অনেক কৃষকের সাথে আলাপ করে জানা গেল, তারা কখনো হিসাব করেনা কত টাকা তাদের পুজি, কত তাদের উৎপাদিত ফসলের বাজার মূল্য ও কত টাকা তাদের লাভ। শিল্পায়নের এই যুগে আমাদের দেশের নিরেট পল্লীর কৃষকেরাও যখন নিজের বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে শিল্প কারখানার শ্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে, সেই মুহূর্তে চট্টগ্রাম শহরে বসবাস করেও সেবার বিলের কৃষকেরা কৃষি ব্যতীত অন্য কোন পেশার কথা চিন্তাও করতে পারেনা। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে যে ফসল তারা উৎপাদন করছে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি এই চট্টগ্রাম শহরেও বসবাসকারী মানুষদের খাদ্য চাহিদা পুরণে বিশাল এক ভূমিকা রাখছে। কৃষি ও কৃষক আমাদের বাচিয়ে রাখলেও এই কৃষি পেশাটি বোধহয় আমরা আর খুব বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে

টমেটো ক্ষেতে ফুল এসেছে। মনের আনন্দে ক্ষেতে পানি দিচ্ছেন ওসমান মিয়া ও তার ছোট ভাই।

পারবোনা। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত কৃষকেরা ভূমির মালিক নয়। চাষাবাদ করার জন্য যে পুজির প্রয়োজন হয় তাও তাদের নেই। সরকারীভাবে কৃষি ঋণ দেওয়া হলেও এই সব প্রান্তিক কৃষকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণ সরসরাহের কেন্দ্র পর্যন্ত পৌছাতে পারেনা। শুধু মাত্র ঘাসফুলের মত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো থেকেই তারা কিছু পুজির সরবরাহ পাচ্ছে। সেবার বিলের কৃষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায় আজ বেশ কয়েক বৎসর ধরে আবহাওয়ার বিরূপ আচরণের শিকার হয়ে সেবার বিল কেমন যেন ফসল উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। বেশীর ভাগই কৃষকই নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করতে গিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। ওসমান মিয়ার প্রতিক্রিয়া শুনে মনে হয় সে তার বাবার মত নিজের সন্তানকে সেবার বিলে আনবেনা। সে চায়না তাঁর সন্তানও তাঁর মতো সেবার বিলের প্রেমে পড়ুক। সেবার বিলের প্রেমে পড়ে ওসমান মিয়া নিজের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সময় গুলোকে সেবার বিলে দান করেছে। খাদ্যের যোগান দিয়েছে দেশের মানুষের জন্য। অবদান রেখেছে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে। কিন্তু বিনিময়ে আজ পর্যন্ত সেবার বিল তাকে একটি দোচালা টিনের ঘর উপহার দিতে পারেনি। সে চায়না তাঁর সন্তানও তার মতো অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি হোক। তাই এখনো সময় আছে ওসমান মিয়ার মতো কৃষকদের জন্য দেশের সকলকে মিলে করণীয়গুলো নির্দিষ্ট করতে হবে। কৃষির মাধ্যমেই তাদেরকে নতুন যুগের স্বপ্ন দেখাতে হবে। নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রয়োজনীয় পুজি সরবরাহ ও উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা গেলে আমাদের কৃষির হারানো গৌরব আবার পুনরুদ্ধার হবে। আর যদি বর্তমান অবস্থা চলতেই থাকে, তাহলে আমাদের অনাগত দিনের সন্তানদেরকে হয়তো শুধুমাত্র কৃষি ও কৃষকের গল্পই শুনতে হবে। দেশ ও জাতি মুখোমুখি হবে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির। যা আমাদের কারোই কাম্য নয়।

লেখক : *উন্নয়ন কর্মী, ঘাসফুল।*

গাছ নেই তো পানি নেই, পানি নেই তো জীবন নেই

পল্লী তথ্য কেন্দ্রের স্বপ্ন যাত্রা

১ম পৃষ্ঠার পর

এক জন ছাত্র পল্লী তথ্য কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভর্তি ও ফলাফল সম্পর্কে তথ্য জানার পাশাপাশি বিভিন্ন চাকুরী সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবে'। সভায় জনাব এম.এ মালেক নূরী, জনাব মোঃ হারুন-উর-রশীদ চৌধুরী, জনাব মোঃ হাশেম, জনাব আকবর হায়দার চৌধুরী ও বাবু জ্যোতিন্দ্র লাল- তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে এই ধরনের একটি প্রকল্প পরিচালনার জন্য ঘাসফুল ও ডি.নেটকে ধন্যবাদ জানান এবং তারা আশা প্রকাশ করে বলেন এই পল্লী তথ্য কেন্দ্র এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখবে। জনাব ডাঃ মইনুল ইসলাম মাহমুদ তাঁর বক্তব্যে বলেন "তথ্য প্রযুক্তিতে আমাদের আপামর জনসাধারণকে প্রবেশ করাতে হলে আমাদের নিজস্ব পদ্ধতি তৈরী করতে হবে"। তিনি আরো বলেন ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও সঠিক তথ্য প্রদান করা গেলে পাহাড় ও সমতলের সমন্বয়ে গঠিত এই এলাকা একটি সুন্দর ও আধুনিক জনপদে পরিণত হবে। জনাব এ.কে.এম ফাহিম মাসরুর বলেন পল্লী এলাকায় এই ধরণের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই স্থানীয় শক্তি সমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলাকার চেয়ারম্যান, গন্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় জনগনের উপস্থিতি দেখে আমার মনে হচ্ছে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের যাত্রা সফল রূপ লাভ করবে। তিনি আশ্বাস প্রদান করে বলেন" তথ্যে সবার অবাধ প্রবেশাধিকারের জন্য যে কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজন, তার জন্য প্রয়োজন বোধে মির্জাপুর হাই স্কুলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে"। প্রধান অতিথি জনাব হেলাল মাহমুদ শরিফ তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন "তথ্য একটি বড় ধরণের শক্তি, জাতীয় ভাবে এগিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে তথ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হতে হবে"। তিনি আরো বলেন" আমরা আমাদের যেই সব ঐতিহ্য সমূহ হারিয়ে ফেলেছি আমি আশা করি পল্লী তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই সব ঐতিহ্য সমূহ সম্পর্কে আবার জানতে পারবো"। বক্তব্য শেষে প্রধান অতিথি আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং এই প্রকল্পের সফলতা কামনা করেন। আলোচনা সভার সভাপতি ডঃ মুহঃ মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। শত ব্যস্ততার মাঝেও এই অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য মাননীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব হেলাল মাহমুদ শরিফকে ধন্যবাদ জানান এবং সুদূর ঢাকা থেকে এসে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য জনাব এ.কে.এম ফাহিম মাসরুর এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সাথে সাথে এই ধরনের একটি প্রকল্প পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে ডি.নেটকে ধন্যবাদ জানান এবং আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আলোচনা সভা শেষে মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীরা একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম উপভোগ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মির্জাপুর স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিগণ, সাংবাদিক প্রতিনিধি, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, ঘাসফুল সমিতির সদস্যবৃন্দ, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, মারুফুল করিম চৌধুরী, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল সহ ঘাসফুল পল্লী তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তাবৃন্দ। পুরো অনুষ্ঠানের পরিচালনা ও সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা ও আবু জাফর সরদার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিডি জবস ডট কমের প্রধান নির্বাহী জনাব এ.কে.এম. ফাহিম মাসরুর।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

ক্লিনিক: বিগত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'০৭) স্থায়ী ক্লিনিক সেশন হয়েছে মোট ২২টি এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন হয়েছে ৪১টি । উক্ত সেশনগুলোর মধ্যে ২৮০ জন শিশু সহ মোট ১৭২৮ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই): বিগত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'০৭) মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ৯৮২ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ৩৭৩ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৬০৯ জন।

পরিবার পরিকল্পনা: প্রতিবেদন কালীন সময়ে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২০০৭) মোট গ্রহীতার সংখ্যা ১৯৬৭ জন। তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৩৫৬ জন এবং পুরুষের সংখ্যা ৩৮৯ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা যথাক্রমে ইনজেকশন ২৮৪ জন,আইইউডি ২২ জন ।

নিরাপদ প্রসব: বিগত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'০৭) টিবিএ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরাপদ প্রসবের সংখ্যা ১৮১ জন। তন্মধ্যে ৯৫ জন ছেলে এবং ৮৬ জন মেয়ে।

গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা: বিগত তিন মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর'০৭) সর্বমোট ৩৫ টি গার্মেন্টস এর ৬৮৫৩ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭৩২ জন এবং মহিলার সংখ্যা ৫১২১ জন।

ধাত্রী কর্মশালা অনুষ্ঠিত: ঘাসফুলে কর্মরত ১৫ জন ধাত্রী নিয়ে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে ত্রৈমাসিক ধাত্রী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চিকিৎসায় ***যক্ষা*** ভালো হয়

ট্রেনিং, ওয়ার্কসপ ও সেমিনার

১১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য বিভাগ এর উদ্যোগে জার্মান টেকনিক্যাল কর্পোরেশন (GTZ) এর সহযোগিতায় Multi sectoral HIV/AIDS Program এর আওতায় "Basic on HIV&AIDS related issues" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শর্মিলা বড়ুয়া। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের নাসিরাবাদস্থ হোটেল হারবার ভিউতে।

সেভ দ্যা চিলড্রেন কর্তৃক আয়োজিত "Psychosocial Care & Support For Children and young People" বিষয়ক বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের জুনিয়র শিক্ষা অফিসার শামসুন নাহার সুমী। ১৪ নভেম্বর ২০০৭ থেকে ১৫ নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ২ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের জুবলী রোডস্থ হোটেল টাওয়ার ইনএ।

১৮ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য বিভাগ এর উদ্যোগে জার্মান টেকনিক্যাল কর্পোরেশন (GTZ) এর সহযোগিতায় Multi sectoral HIV/AIDS Program এর আওতায় "Basic on HIV&AIDS related issues" বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শহীদুল ইসলাম পারভেজ। উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের নাসিরাবাদস্থ হোটেল হারবার ভিউতে।

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে ইপসা ট্রেনিং সেন্টারে পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত "দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের ১৪ জন ঋণ কর্মকর্তা। অংশগ্রহণকারীরা হলেন ঘাসফুল মাদার বাড়ী-০৪ শাখার সিন্টু দাশ, মধ্যম হালিশহর শাখার বৃষ্টি দেব, কালারপোল শাখার স্বপন কুমার দাশ, পতেঙ্গা শাখার জাহিদুর রহমান, কাট্টলী শাখার নাজমা বেগম, পটিয়া সদর শাখার অসীত কুমার সাহা, হালিশহর শাখার নাছরিন আক্তার ও সাহেদা বেগম, কুমিল্লা সদর শাখার বিনোদ চন্দ্র রায়, দেওয়ান বাজার শাখার মোহাম্মদ এরশাদ, আনোয়ারা শাখার রাজীব দত্ত, চান্দগাঁও শাখার সজল দাশ, অক্সিজেন শাখার মোহাম্মদ আলমগীর এবং ফেনী শাখার সীমা বৈদ্য। ১৮ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৪ দিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণের কর্মকান্ড অব্যাহত ছিল।

বিটা কর্তৃক আয়োজিত "শিশু অধিকার শিক্ষা" বিষয়ক সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের জুনিয়র শিক্ষা অফিসার তাসলিমা আক্তার। চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিসিডিসি ট্রেনিং সেন্টারে ১৮ নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী উক্ত সার্টিফিকেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৯ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে বিএসএএফ কর্তৃক আয়োজিত ঢাকাWVA অডিটোরিয়ামে "Finalization of the alternative Report" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা।

গত ১৯ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত, সেভ দ্যা চিলড্রেন অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতায় জাতীয় শিশু টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) চট্টগ্রাম জেলা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত বিশ্ব শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস ২০০৭ উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশু যৌন নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে জাতীয় নীতিমালা তৈরীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল কদমতলী এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্য আমির হোসেন।

গত ২২ নভেম্বর ২০০৭ইং তারিখে বিভাগীয় পর্যায়ে এনপিএ, পিআরএসপি ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল কদমতলী এডোলেসেন্ট সেন্টারের শাহজালাল ও পারভীন আক্তার । চট্টগ্রামের আইএসডিই বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ হলে উক্ত রিফ্রেশার্স অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুদের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে "অন্তর" গত ৪-৬ নভেম্বর ২০০৭ ইং তারিখে কর্ণফুলী হিউমেন রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিষ্টিটিউট, কর্ণেলহাট সিডিএ আ/এ, চট্টগ্রাম শিশুদের জন্য "অংশগ্রহণ" বিষয়ক দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। উক্ত প্রশিক্ষণে ঘাসফুল কদমতলী এডোলেসেন্ট সেন্টারের বিউটি আক্তার ও শাহজালাল অংশগ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন।

ঘাসফুল কর্মএলাকায় কৈশোর মঞ্চ গঠন কল্পে মত বিনিময় সভা

আমাদের এই বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখের কাছাকাছি হচ্ছে কিশোর-কিশোরী। এই কিশোর কিশোরীরাই আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে। কৈশোর বয়সেই মানব জীবনের সৌধ রচিত হয়। কৈশোর বয়সেই নতুনকে জানার প্রতি প্রবল স্পৃহা তৈরী হয়। অথচ আমাদের সমাজের কিশোর কিশোরীরা নানা সমস্যায় জর্জরিত। অশিক্ষা, কুসংস্কার, অপসংস্কৃতি প্রভৃতির প্রভাবে আমাদের কিশোর কিশোরীরা আজ বিপথে পরিচালিত হচ্ছে।

২৯নং ওয়ার্ডের সভায় বক্তব্য রাখছেন ওয়ার্ড কমিশনার মোঃ সাহিদুল ইসলাম টুলু এবং ৩০নং ওয়ার্ডের সভায় বক্তব্য রাখছেন ওয়ার্ড কমিশনার ইকবাল হাফিজ যুবরাজ।

ঘাসফুল জন্মলগ্ন থেকে কর্মএলাকার কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ঘাসফুল ছাড়াও আরো বেশ কিছু সংস্থা কিশোর কিশোরীদের নিয়ে কাজ করে চলছে। কিশোর কিশোরীদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা সমূহের একটি নেটওয়ার্ক হচ্ছে এডিএফ (এডোলোসেন্ট ডেভালাপমেন্ট ফোরাম) বাংলাদেশ। কিশোর কিশোরীদের নানামুখী সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা একশন এইডের সহযোগিতায় এডিএফ বাংলাদেশের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৪১ টি ওয়ার্ডে কৈশোর মঞ্চ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডে মঞ্চ গঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে ঘাসফুল। এরই অংশ হিসাবে ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ৩০ নং ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ে এবং দুপর ১.০০ ঘটিকায় ২৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ে ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমার সভাপতিত্বে আলাদা আলাদা ভাবে দুটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ নং ওয়ার্ডের মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৯ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনার মোঃ সাহিদুল ইসলাম টুলু, ২৮,২৯ ও ৩৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা ওয়ার্ড কমিশনার সাবিহা মুসা, স্থানীয় আলোর্সিড়ি ক্লাবের সভাপতি মোঃ শওকত আলী, এম.এ.বাতেন কেজি স্কুল এন্ড হাই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আমিনা সুলতানা। ৩০ নং ওয়ার্ডের মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩০ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিশনার ইকবাল হাফিজ যুবরাজ, পূর্ব মাদার বাড়ী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা রেজিনা আফরিন, পূর্ব মাদার বাড়ী বায়তুল ইজ্জত মসজিদের মাওলানা হালাম নুরী, হাজী মছুমালম মসজিদের সহকারী ইমাম মুহম্মদ ইলিয়াছ, পূর্ব মাদার বাড়ী সেবক কলোনীর সর্দার বাবুল ও পূর্ব মাদার বাড়ী উদয় সংঘ ক্লাবের সভাপতি জগদীশ দাশ। মত বিনিময় সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন- আমাদের কিশোর-কিশোরীরা দেশ ও জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যত। কিন্তু বাংলাদেশের কিশোর কিশোরীরা আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। সমাজে তাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনা। এই সব কিশোর কিশোরীদের সুযোগ সুবিধার দিক বিবেচনা করে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত কিশোর কিশোরীদের জন্য ঘাসফুল পরিচালিত কর্মকান্ড সমূহের প্রশাংসা করেন। বক্তাগণ কৈশোর মঞ্চ গঠনের মত মহৎ উদ্যোগের জন্য এডিএফ বাংলাদেশ ও ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান এবং কিভাবে কৈশোর মঞ্চকে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত করা যায় সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মতামত প্রদান করেন। মত বিনিময় সভা সমূহে স্থানীয় কিশোর কিশোরী ও অভিভাবকবৃন্দ, ঘাসফুলের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিাগণ সহ ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের সহায়কগণ উপস্থিত ছিলেন। মত বিনিময় সভার পূর্বে ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে কদমতলী আলোসিড়ি ক্লাবে ২৯ নং ওয়ার্ডের ৩০ জন কিশোর কিশোরীকে নিয়ে এবং পূর্ব মাদার বাড়ী সেবক কলোনীতে ৩০ নং ওয়ার্ডের ৩০ জন কিশোর কিশোরীকে নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। আলাদা আলাদা ভাবে আয়োজিত দুটি সভাতেই প্রতি ওয়ার্ডের ৩০ জন করে কিশোর কিশোরীর উপস্থিতিতে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এই ১০ জন ১০টি এলাকার কিশোর কিশোরীদের বিভিন্ন সমস্যা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করবে। এবং সমস্যাগুলো এলাকার কমিশনার, স্কুল শিক্ষক, মসজিদের ইমাম সহ স্থানীয় অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট উপস্থাপন করে যথাযথ সমাধানের চেষ্টা করবে। ৩০ জনের মধ্যে বাকী ২০ জন উপ-কমিটিতে থাকবে এবং যাবতীয় তথ্য মাসিক মিটিংএ উপস্থাপন করবে।

ট্রেনিং, ওয়ার্কসপ ও সেমিনার ২য় পৃষ্ঠার পর

"Children with special needed" বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিক্ষিকা গুলশান আরা। DEcWAB কতৃক আয়োজিত ২ ডিসেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১৬ দিন ব্যাপী পরিচালিত উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার উত্তরায় অবস্থিত DEcWAB ট্রেনিং সেন্টারে।

ঢাকা শেরে-বাংলা নগরে অবস্থিত বাংলাদেশ- চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গত ৬ ও ৭ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) কতৃক আয়োজিত "দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিশন-২০১১" এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার।

ঘাসফুল পোস্তারপাড় এডোলেসেন্ট সেন্টারে গত ৭ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর'২০০৭ইং তারিখে ব্লক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে পোস্তার পাড় এডোলোসেন্ট সেন্টারের কিশোরীবৃন্দ।

১১ ও ১২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে ২ দিন ব্যাপী "স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ঔষধি গাছের গুরুত্ব" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন। একশন এইডের সহযোগিতায় এসপিএস ও পিএইচএম কর্তৃক আয়োজিত উক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা।

গত ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী "ToT on peer development for adolescent" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের জুনিয়ার শিক্ষা অফিসার শামসুন নাহার সুমী। এডিএফ কতৃক আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের জুবলী রোডের হোটেল আল ফয়সালের সম্মেলন কক্ষে।

এএলআরডি কতৃক আয়োজিত "ভূমি ও কৃষি সংস্কারের ধারণায়ন" বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন। ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৩ দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম এনজিও ফোরাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

কৈশোরকে অবহেলা নয়, জীবন গড়ার এই তো সময় >>>>>>>

ঘাসফুলের উদ্যোগে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উদযাপন

১৪ নভেম্বর'০৭ বিশ্বব্যাপী পালিত হল "বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস"। জাতিসংঘের স্বীকৃত দিবস হিসাবে এবারই প্রথম এই দিবসটি পালিত হয়। দিবসটিতে এবারের প্রতিপাদ্য ছিল - "শিশু ও তরুণদের মধ্যে ডায়াবেটিস"। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল-এর উদ্যোগে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সংস্থার মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাছরিন খান এতে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বর্তমানে সারা বিশ্বে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি এবং বাংলাদেশে অন্তত ৫০ লক্ষ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বলে ধারণা করা হয়। এ সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতন না হলে এবং ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে না পারলে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তিনি তার আলোচনায় ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধের উপায়, করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি শিশু- কিশোরদের খাদ্যাভাস ও জীবনযাপন পদ্ধতির উন্নয়ন ও শারিরীক পরিশ্রম বাড়ানোর মাধ্যমে ৬৫%-৭০% ক্ষেত্রে টাইপ-২ ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সম্ভব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অন্যান্য বক্তারা তাদের আলোচনায় বলেন, শিশুদের ডায়াবেটিস বয়স্কদের তুলনায় অনেকটা স্পর্শকাতর এবং এটি একটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে তাই বয়স্কদের ডায়াবেটিসের প্রতি যেমন আমাদের যত্নবান হতে হবে তেমনি শিশু কিশোরদের প্রতিও খেয়াল

ডায়াবেটিসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ নাসরিন খান।

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন।

বেগম রোকেয়া আজও আমাদের প্রেরণার প্রতীক

রোকেয়া দিবসে আলোচনা সভায় বক্তাদের অভিমত

"স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ নক্ষত্র মালা পরিবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমন্ডলের ঘনফল তুলাদন্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন; স্ত্রী তখন রন্ধন শালায় বিচরণ করেন, চাউল-ডাল ওজন করেন এবং রাধুনীর গতি নির্ণয় করেন"- সময়টা বিশ শতকের শুরুর দিক। ইউরোপের রেনেসাঁর ছোঁয়ায় জাগতে শুরু করেছে বাঙালী। কিন্তু সে জাগরণে নারীর অংশগ্রহণ বলতে কিছুই ছিলনা। নারীরা তখন বেঁচে থাকত নারী হিসাবে মানুষ হিসাবে নয়। এই প্রতিকূল পরিবেশেও ব্রিটিশ ভারতের এই অঞ্চলে নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে মহিয়সী নারী তিনি বেগম রোকেয়া। ৯ ডিসেম্বর তারিখে বেগম রোকেয়ার শুভ জন্ম দিন একই সাথে মৃত্যু দিন। রাষ্ট্রীয় ভাবে পালন করা হয় বেগম রোকেয়া দিবস। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও ৯ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে পালন করা হয় বেগম রোকেয়া দিবস। এই দিবসটি পালনের অংশ হিসাবে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় রোকেয়া দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, স্মৃতি চৌধুরী, আবু জাফর সরদার, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, আনজুমান বানু লিমা ও ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হুমায়রা কবির চৌধুরী। সভায় বক্তারা বলেন মহান সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ যে ভাবেই আমরা বেগম রোকেয়াকে দেখিনা কেন, সেই সময়ের রক্ষণশীল সমাজের শৃংখল ভেংগে তিনি যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন সেই আন্দোলনের আদর্শকে ধারণ করে আজও আমরা আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছি। বক্তারা আরো বলেন নারীর অধিকার সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন, সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তার সহ আরো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, তাতে তিনি যুগ যুগ ধরে বাঙালীর হৃদয়ে জাগরুক হয়ে থাকবেন। আলোচনা সভায় ঘাসফুলের সকল বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রোকেয়া দিবসের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর ১ম পৃষ্ঠার পর

বিভাগীয় কমিশনার হোসাইন জামিলের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী

জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রাম এম. এ. আজিজ স্টেডিয়ামে যুব ও শিশু - কিশোর সমাবেশ, মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশগ্রহণ করে। মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে এর দুটি শাখায় (ছোট ও বড় গ্রুপ) মোট নয়টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। ছোট গ্রুপের ডিসপ্লেতে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের ৮৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ঘাসফুল দ্বিতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব হোসাইন জামিলের কাছ থেকে ঘাসফুলের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী পারভীন আক্তার ও ঘাসফুল কদমতলী এডোলোসেন্ট সেন্টারের মোঃ ইউনুস। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরিচালিত এন.এফ.পি.ই.স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ, শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই সাথে পটিয়া উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ১৬ ডিসেম্বর ২০০৭ মহান বিজয় দিবস উদযাপন পটিয়া উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয় পটিয়া কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে। এতে প্রধান অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহীদুল আলম। ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থী মনোমুগ্ধকর মার্চপাষ্ট ও ডিসপ্লে প্রদর্শন করে।

এইডস দিবস পালিত শেষ পৃষ্ঠার পর

সংস্থা কুর্কিপূর্ণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পোশাক কারখানার শ্রমিকরা প্রায় সারাদিন কর্মস্থলে দিন অতিবাহিত করে। যার কারণে আমাদের জাতীয় রপ্তানী আয়ের সিংহ ভাগ যাদের মাধ্যমে অর্জিত হয় সেই পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইডস সম্পর্কিত বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের বাইরে থেকে যায়। তাই পোশাক কারখানার শ্রমিকদের এই ধরণের সচেতনতা মূলক কার্যক্রমের আওতায় আনার লক্ষ্যে ঘাসফুল উক্ত ওরিয়েন্টেশান সভাসমূহের আয়োজন করে। পৃথক পৃথক ভাবে আয়োজিত ওরিয়েন্টেশান সভা সমূহে ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শহীদুল ইসলাম পারভেজ ও ডাঃ শর্মিলা বড়ুয়া গার্মেন্টেসের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি কি কারণে এইডস হয় ও কি কি কারণে এইডস হয়না এবং এইডস থেকে বাঁচার উপায় সমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা সহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সভা সমূহে উপস্থিত থেকে এইডস বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য পোশাক কারখানার শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। ৪ দিন ব্যাপী পরিচালিত ৬ টি গার্মেন্টস এর প্রায় ১২ শত শ্রমিক এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান লাভ করে। সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচীর শেষ দিনে ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতেই সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ বক্তব্য প্রদান করেন সংস্থার উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান।

সমাপণী দিনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম।

সভায় সম্মানিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডবলমুরিং থানার শিক্ষা কর্মকর্তা রিটন কুমার বড়ুয়া, সমাজসেবা কর্মকর্তা হাসান মাসুদ, চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ডাঃ খালেদা ফারুক ও বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রামের উপস্থাপিকা নাসরিন ইসলাম। সভায় বক্তারা অভিমত ব্যাক্ত করতে গিয়ে বলেনএইডস নিয়ে শুধু মাত্র নিজেরা সচেতন হলে চলবেনা অন্যদেরকেও এইডসের ব্যাপারে সচেতন হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তারা আরো বলেন শুধু মাত্র সচেতনতার মাধ্যমেই দেশ ও জাতিকে এইডসের ভয়াবহ কবল থেকে রক্ষা করা যায়। সভায় বক্তারা এইডসের ভয়াবহতা থেকে নিজেদের রক্ষার প্রয়োজনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবন যাপন পরিচালনার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শহীদুল ইসলাম পারভেজ, ডাঃ শর্মিলা বড়ুয়া ও ডাঃ নাছরীন থান তাদের তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এইডস কি?, এইডসের জীবাণু কিভাবে ছড়ায়, কি কি কারণে এইডস ছড়ায়না এবং একজন এইচ আই ভি পজেটিভ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি, এই বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঘাসফুল এন এফপিই স্কুলের শিক্ষিকা, প্রজনণ স্বাস্থ্য বিভাগের ধাত্রী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের অংশগ্রহনে উক্ত আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, মাবুফুল করিম চৌধুরী সহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডায়াবেটিস দিবস পালিত ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

রাখতে হবে। ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সহকারী পরিচালক আবেদা বেগম, আবু জাফর সরদার, লুৎফুল কবীর চৌধুরী শিমুল, আনজুমান বানু লিমা সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত উপকারভোগীরা এ রোগ নিয়ন্ত্রণে মাঠ পর্যায়ে আরো ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাসফুল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানান।

শিশুদের অবহেলা নয়, শিশু হতেই পিতা হয় .....

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৬
সংখ্যা ৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০০৭

ঘাসফুল বার্তা

গার্মেন্টস কর্মীদের মাঝে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্য নিয়ে ঘাসফুলের উদ্যোগে বিশ্ব এইডস দিবস'০৭ পালিত

জাতিসংঘ কতৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ পৃথিবীতে এইডস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি। শুধু মাত্র ২০০৬ সালে সারা পৃথিবীতে ৪৩ লাখ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় ২৫ বৎসর বয়স হওয়ার আগে আগে যারা এইডসে আক্রান্ত হয়, তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে মারা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে শতকরা ৯৫ শতাংশ এইডস রোগীর বসবাস উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এই ভয়াবহ প্রেক্ষাপটে গত ১ ডিসেম্বর "এইডস প্রতিরোধ, আমাদের অঙ্গীকার"-নেতৃত্ব দিন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও পালিত হয়ে গেল বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৭'। এই দিবসটি যথাযথ ভাবে পালনের জন্য ঘাসফুলের উদ্যোগে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সপ্তাহ ব্যাপী পালিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঘাসফুলের স্বাস্থ সেবা গ্রহণকারী ৬ টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মাঝে এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান প্রদান এবং সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচীর শেষ দিনে আলোচনা সভা।

এভারটেক্স গার্মেন্টসের শ্রমিকদের ওরিয়েন্টেশান প্রদান করছেন ঘাসফুলের মেডিকেল অফিসার ডাঃ শহিদুল ইসলাম পারভেজ

পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী গত ২ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ফ্রি-পোর্ট এলাকার পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান Avertex গামেন্টস, ৩ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নগরীর চৌমুহনীতে অবস্থিত পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান Ritzy ও Unity গার্মেন্টস, ৪ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে নগরীর সদর ঘাটে অবস্থিত Arrow গার্মেন্টস ও কদমতলীতে অবস্থিত Clifton গামেন্টস এবং দক্ষিণ হালিশহরে অবস্থিত Neox গামেন্টস এ এইডস বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকার সহ বিভিন্ন বেসরকারী

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব

শিশু অধিকার সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তাদের অভিমত

পৃথিবীর প্রতিটি শিশুই নিস্পাপ। প্রতিটি শিশুই একই পরিমাণ অধিকার, স্বাধীনতা ও মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একটি সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশুর জন্মগত অধিকার। মানুষের সুন্দর ও কল্যানময় ভবিষ্যত নির্ভর করছে এই শিশুদের উপর। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুদের অন্তরে"। তাই সারা পৃথিবীতে আজ শিশু অধিকার নিশ্চিত কল্পে নানা কর্মসূচী ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষীত শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী ১৯২ টি রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশেও গত ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত পালন করা হয় শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৭। ঘাসফুলের উদ্যোগে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচী পালিত হয়। সপ্তাহব্যাপী পালিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিশুদের মাঝে চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা। গত ১ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে সংস্থার কর্মএলাকা পোস্তারপাড় ঘাসফুল স্কুলে এনএফপিই স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে পূর্ব মাদার বাড়ী সেবক কলোনীতে স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায়ের শিশু-কিশোর ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণে সংস্থার উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নং ওয়ার্ডের কমিশনার ইকবাল হাফিজ যুবরাজ ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় উদয় সংঘ ক্লাবের সভাপতি জনাব জগদীশ দাশ। সভায় বক্তারা শিশুশ্রম ও শিশু নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। সপ্তাহব্যাপী পালিত কর্মসূচীর শেষ দিনে গত ৭ অক্টোবর ২০০৭ তারিখে ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জি. এম আব্দুস সালাম ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়তলী থানার শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব রবিউল হোসেন। সভায় বক্তারা শিশু অধিকার রক্ষার জন্য সকলকে এক যোগে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের শিশুদের নিয়ে কাজ করার জন্য ঘাসফুলকে ধন্যবাদ জানান। শিশু অধিকার বিষয়ক টাস্কফোর্স চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সদস্য কিশোর আমির হোসেন শিশুদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিশু অধিকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনা সভা শেষে

পুরস্কার হাতে বিজয়ী শিশুদের প্রধান অতিথি জি.এম. আবদুস সালাম।

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

উপদেষ্টামন্ডলী
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল
আনজুমান বানু লিমা

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন : ৭১৪৫১৯, ফ্যাক্স : ২৫১০৩২৯
মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬ ই-মেইল : ghashful@spnetctg.com ওয়েবসাইট : www.ghashful.org